চর এলাকায় বারি তিল-৬ এর উৎপাদন প্রযুক্তি

তিল বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম ভোজ্য তেল ফসল। বাংলাদেশের প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে তিল চাষ হয়। তিল রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। তিলের বীজে প্রায় ৪২-৪৫% তেল এবং ২০% আমিষ পাওয়া যায়। চরাঞ্চলের মাটি সাধারণত বেলে দোঁআশ প্রকৃতির হয় যা তিল চাষের জন্য উপযুক্ত। তিল একটি খরা সহনশীল ও তুলনামূলক কম উর্বর মাটিতে চাষযোগ্য ফসল। চর অঞ্চলে পর্যাপ্ত রোদ, হালকা বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ জলবায়ু বিদ্যমান যা তিল চাষের জন্য উপযোগী।

জাতের বৈশিষ্ট্যঃ

- গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সে.মি.।
- পাতা হালকা সবুজ এবং গাছ শাখা প্রশাখা বিহীন।
- প্রতি গাছে ৭০-৭৫ টি ফল থাকে।
- ফল চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৭৫-৮০ টি; বীজের বহিরাবরণ কালো।
- জীবনকাল ৮০-৯০ দিন।
- ফলনঃ ১.৪-১.৫ টন/হেক্টর।

বপন সময়ঃ খরিপ-১ মৌসুমে মধ্য মাঘ -ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী-মার্চ) এবং খরিপ-২ মৌসুমে ভাদ্র (মধ্য আগষ্ট-মধ্য সেপ্টেম্বর) মাস তিলের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।
জমি তৈরীঃ মাটি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।
বীজের হারঃ প্রতি বিঘাতে ১-১.১০ কেজি এবং প্রতি হেক্টরে ৮-৮.৫ কেজি।
বপন পদ্ধতিঃ চরে তিল সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়।
সার ব্যবস্থাপনাঃ হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ১০০-১২৫ কেজি, টিএসপি ১৩০-১৫০ কেজি, এমওপি ৪০-৫০ কেজি, জিপসাম ১০০-১১০ কেজি, জিংক সালফেট ৫ কেজি এবং বরিক এসিড ১০ কেজি। ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বাকি সব সার জমি শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশনঃ জমিতে রসের অভাব হলে বীজ বোনার সময় হালকা সেচ দিয়ে বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ফল ধরার সময় একবার সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে জমি থেকে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
মাড়াইয়ের সময়ঃ গাছের পাতা, কান্ড ও ফলের রং হলুদ ভাব হলে ফসল কাটতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনাঃ

কান্ড পঁচা রোগ (বীজ ও মাটিবাহিত রোগ):

লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত গাছের কান্ডে ছোট, লম্বা, আঁকাবাঁকা গাঢ় খয়েরী এবং কালো দাগ দেখা যায়।
- দাগগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সমস্ত কান্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা মরে যায়।
- জমিতে জলাবদ্ধতার কারনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়।

পাতার দাগ রোগঃ

লক্ষণ ঃ

- পাতায় ছোট ছোট গোলাকার, বাদামী দাগ পড়ে।
- দাগ গুলো ধীরে ধীরে বড় হয় এবং সম্পূর্ণ পাতা পুড়ে যায়।
- ফলেও দাগ দেখা যায়।

রোগের ব্যবস্থাপনাঃ

ক) বীজ শোধনঃ বীজ বপনের পূর্বে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (২-৩ গ্রাম/কেজি) হারে মিশিয়ে বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ কমানো যায়।
খ) পানি নিষ্কাশনঃ তিলের জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে এ রোগের আক্রমণের তীব্রতা কমানো যায়।
গ) ছত্রাকনাশক প্রয়োগঃ এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করে রোগ দমন করা যায়।
ঘ) শস্য পর্যায়ঃ মাঠে পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ করলে অনেকাংশে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়।

পোকামাকড় ও ব্যবস্থাপনাঃ

তিলের হক মথঃ

ক্ষতির ধরনঃ

- কীড়া গাছের কচিপাতা, কান্ড, ফুল ও ফল পেটুকের মত খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে।
- গাছ পাতা শূন্য হয়ে বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ফুল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়।
- এদের আক্রমণে ২৫-৩০ ভাগ ফলন কমে যায়।

পাতা মোড়ানো ও ফলছিদ্রকারী পোকাঃ

ক্ষতির ধরনঃ

- তিল গাছের উপরের কয়েকটি পাতা মুড়িয়ে ভিতরে বসে খায় ফলে গাছের পাতা কুচকে ছিদ্রযুক্ত হয়।
- এতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়।

দমন ব্যবস্থাঃ

- আলোর ফাঁদ দ্বারা মথ ধরে দমন করা যায়।
- মোড়ানো পাতা ও আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে হাত দ্বারা কীড়া মেরে দমন করা যায়।
- প্রতি বিঘায় ৮-১০ টি গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পোকাভোজী পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
- আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ক্লোরোপাইরিফস+সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ২ মিলি/লিটার হারে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা।

CamScanner